সংশোধিত খসড়া

ডায়াসপোরা নীতি, ২০২৪

জুন, ২০২৪

সূচিপত্র

১: সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রর্বতন..... ৪

২. সংজ্ঞা..... ৩

৩: রূপকল্প..... **৪**

৪: নীতি-নির্দেশনা..... **৫**

৪.১. পরিষেবা ও সমর্থন..... ৫

৪.২. নেটওয়ার্কিং..... ৬

৪.৩. বুদ্ধিবৃত্তিক বিনিময়..... ৬

৪.৪. ডায়াসপোরাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক অগ্রযাত্রাকে ব্র্যান্ডিং বাংলাদেশে সম্পৃক্তকরণ..... ৬

৪.৪.১. অভিবাসী কর্মীর নিরাপদ অভিবাসনে ডায়াসপোরা নেটওয়ার্ক..... ৬

৪.৪.২. জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় ডায়াসপোরা নেটওয়ার্ক..... **৭**

৪.৫. ডায়াসপোরাদের মেধা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন ও বিনিময়..... ৭

৪.৫.১ দক্ষতা সনদের বৈশ্বিক স্বীকৃতির ব্যবস্থা..... ৭

৪.৬. ডায়াসপোরাদের অর্থনৈতিক সক্ষমতা এবং বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা..... ৭

৪.৬.১ দেশজ পণ্য ও সেবার বণিজ্য উৎসাহিত করা..... ৮

৪.৬.২ ডায়াসপোরা পর্যটন উৎসাহিত করা..... ৯

৪.৬.৩. বৈধ পথে রেমিট্যান্স পাঠাতে ডায়াসপোরাদের উৎসাহিত করা..... ৯

৫. কমিটি গঠন..... ১০

৬. নীতি - নির্দেশাবলীর বাস্তবায়ন..... ১০

৭. নীতি সংশোধন /পরিমার্জন/অস্পষ্টতা দূরীকরণ..... ১০

ডায়াসপোরা নীতি, ২০২৪

জাতীয় অগ্রগতি, দেশজ উন্নয়ন ও জনসাধারনের জীবনমান উন্নয়নের সহায়ক শক্তি হিসাবে ডায়াসপোরাদের অবদান বর্তমান বিশ্বে স্বীকৃত। বিগত কয়েক দশকে বিশ্বব্যাপী অভিবাসন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই অভিযাত্রায় বাংলাদেশী জনগণের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশী ডায়াসপোরা বর্তমানে তাদের অভিযোজিত দেশের পাশাপাশি বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রেখে চলেছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের দিক নির্দেশনায় ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশের যে রূপকল্প তৈরী হয়েছে তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসকারী বাংলাদেশী ডায়াসপোরা সহায়ক শক্তি হিসেবে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নে তাঁদের অবদানকে যথাযথ স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে তা আরো জোরদার করতে ডায়াসপোরাদের মর্যাদাপূর্ণ ও সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা আবশ্যক। এই লক্ষ্যে সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের উন্নয়নে বর্হিবিশ্বে তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সামর্থকে আরো উৎসাহিত করা এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে তাঁদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান নানা চ্যালেঞ্জ উত্তরনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার "ডায়োসপোরা নীতি ২০২৪ " শিরোনামে নিম্নরূপ নীতি প্রণয়ন করছে।

বাংলাদেশ সরকারের "প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি, ২০১৬" এর আলোকে ডায়াসপোরা নীতি ২০২৪ প্রণয়ন করা হলো। বাংলাদেশ সরকারের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বৈদেশিক ঋণ ও লেনদেনের উপর ইতিবাচক প্রভাব বৃদ্ধিতে ডায়াসপোরাদের বিনিয়োগের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

১. সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন:

১.১ এই নীতি 'ডায়াসপোর নীতি ২০২৪' নামে অভিহিত হবে।

১.২ এই নীতি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

২. সংজ্ঞা

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকলে এ নীতিতে-

২.১ বাংলাদেশি ডায়াসপোরা হচ্ছে সে সকল বাংলাদেশি ব্যক্তি যারা অন্য কোনো দেশের নাগরিকত্ব নিয়েছেন অথবা নাগরিকত্বের আবেদন প্রক্রিয়াধীন আছে অথবা অন্য কোন দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন অথবা বাংলাদেশি বংশোভূত হিসেবে অন্য কোন দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন অথবা বেড়ে উঠেছেন।

উল্লেখ্য, নিচের দুই ধরণের ব্যক্তিবর্গ ডায়াসপোরা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবেন:

ক) অনিবাসী বাংলাদেশি (Non-Resident Bangladeshi): যে সকল বাংলাদেশি স্থায়ীভাবে বা দীর্ঘমেয়াদী অভিবাসনের অভিপ্রায়ে অন্য কোনো দেশে বসবাস করছেন কিন্তু এখনও অন্য কোন দেশের নাগরিক হননি অথবা নাগরিকত্ব বা নাগরিক অধিকার পাননি।

খ) বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত (People of Bangladeshi Origin): যে সকল বাংলাদেশি বা তাঁদের পরবর্তী প্রজন্ম অন্য কোন দেশের নাগরিকত্ব নিয়েছেন অথবা নাগরিক অধিকার পেয়েছেন।

প্রজন্মানুসারে নিচের দুই শ্রেণীর ব্যক্তি ডায়াসপোরা হিসেবে বিবেচিত হবেন:

ক) প্রথম প্রজন্মের ডায়াসপোরা (First-generation diaspora): যে সকল জন্মসূত্রে বাংলাদেশি অন্য কোন অভিবাসী দেশে–সেই দেশের বিধিসম্মত নাগরিকত্ব বা নাগরিক অধিকারসহ বা ব্যতীত–দীর্ঘ সময় ধরে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন।

খ) পরবর্তী প্রজন্মের ডায়াসপোরা (Next-generation diaspora): প্রথম প্রজন্মের ডায়াসপোরাদের বংশধর যারা বাংলাদেশ ব্যতীত ভিন্ন দেশে জন্ম নিয়েছেন এবং বর্তমান অভিবাসী দেশের বিধিসম্মত নাগরিকত্ব বা নাগরিক অধিকারসহ বা ব্যতীত স্থায়ীভাবে সেই দেশে বসবাস করছেন।

এই নীতিতে উল্লিখিত "ডায়াসপোরা সংগঠন" বলতে শুধুমাত্র সেই সকল সংগঠনগুলো বিবেচিত হবে যে সকল ডায়াসপোরা সংগঠন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং তাঁদের সাংগঠনিক সনদে, নীতিতে, বক্তব্যে এবং কার্যক্রমে এই ধারণা ও বিশ্বাসের প্রতিফলন দেখা যায়।

৩: রূপকল্প

বাংলাদেশি ডায়াসপোরাদের বহুমুখী ও বহুমাত্রিক সম্পৃক্তকরণের টেকসই ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য একটি সুসংহত ভিত্তি কাঠামো গড়ে তোলা যার মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশের জনগণ এবং বাংলাদেশি ডায়াসপোরা অর্থপূর্ণ মেলবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সামষ্টিকভাবে বাংলাদেশের জনগণ ও ডায়াসপোরাদের, সর্বোপরি বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

৪. নীতি- নির্দেশনা

এই নীতি ডায়াসপোরাদের কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এবং বাংলাদেশের সামগ্রিক জাতীয় উন্নয়ন উদ্যোগে তাঁদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার দিকনির্দেশনা প্রদান করবে।

৪.১. পরিষেবা ও সমর্থন

ক) বাংলাদেশের আর্ন্তজাতিক বিমান, সমুদ্র ও স্থল বন্দরগুলোর ইমিগ্রেশনে প্রবেশপথগুলোতে ডায়াসপোরাদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দায়িত্বশীলতা বাড়াতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

খ) বাংলাদেশ এবং সংশ্লিষ্ট অভিবাসী দেশসমূহের নিয়ম-নীতি ও আইনি কাঠামো অনুসারে বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহ বাংলাদেশি ডায়াসপোরাদের বিশেষত নারী ডায়াসপোরাদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অন্যান্য পরিষেবা প্রদান করবে।

গ) বাংলাদেশের ভাষা, সংস্কৃতি, শিক্ষা, প্রকৃতি, পর্যটন এবং বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের সাথে পরবর্তী প্রজন্মের ডায়াসপোরাদের পরিচিত করতে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

ঘ) ডায়াসপোরার সাথে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া সংক্রান্ত সম্পৃক্ততা ও সহযোগিতা সহজতর করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহন ও বাস্তবায়ন করা হবে। এই উদ্যোগ আমাদের সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া দক্ষতা এবং ঐতিহ্যকে প্রদর্শন করবে।

৪.২. নেটওয়ার্কিং

ক) অধিকতর গুরুত্বর সাথে সকল অভিবাসী দেশে ডায়াসপোরা সংগঠনগুলোর সাথে ৩০ ডিসেম্বর "জাতীয় প্রবাসী দিবস" পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ডায়াসপোরা এবং তাঁদের সংগঠনগুলোকে তাঁদের অবদানের জন্য পুরস্কৃত ও সম্মানিত করার মাধ্যমে নিয়মিত স্বীকৃতি প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হবে। বিশ্বব্যাপী

এধরনের দিবস উদযাপনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ দূতাবাসগুলো এবং ডায়াসপোরা সংগঠনগুলোর বিষয়ভিত্তিক অনুষ্ঠানের আয়োজনের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে বাংলাদেশী ডায়াসপোরাদের এবং বাংলাদেশের সাফল্য গাঁথার উপস্থাপনের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর কাছে বাংলাদেশ-কে তুলে ধরতে ভূমিকা রাখবে যা, 'বাংলাদেশ ব্রান্ডিং'-এ অবদান রাখবে।

খ) অভিবাসী দেশসমূহে এবং বৈশ্বিকভাবে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কূটনীতি শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ডায়াসপোরাদের ও দেশীয় ব্যবসায়ীদের সংগঠনগুলো (চেম্বারসমূহ) এবং ব্যবসা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থার (বিনিয়োগ ও রপ্তানি উন্নয়ন সংস্থা, প্রচারমাধ্যম) প্রতিনিধির সাথে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে উৎসাহিত করবে। বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের সংগঠনসমূহকে সহায়তায় ডায়াসপোরা ব্যবসায়ীদের সংগঠনগুলো অভিবাসী দেশগুলাতে নতুন ব্যবসা বাণিজ্যের সম্ভাবনা ও সুযোগ সৃষ্টিতে অবদান রাখবে।

গ) পরবর্তী প্রজন্মের ডায়াসপোরাদের বাংলাদেশ সম্বন্ধে নিবিড়ভাবে জানানোর উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া হবে। এই উদ্যোগের আওতায় পরবর্তী প্রজন্মের ডায়াসপোরারা বাংলাদেশের সমাজ, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, প্রকৃতি-পরিবেশের সাথে পরিচিত হবার সুযোগ পাবে।

৪.৩. বুদ্ধিবৃত্তিক বিনিময় কর্মসূচি ও প্রশিক্ষণ

ক) বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন অভিবাসী দেশসমূহে বসবাসকারী বাংলাদেশি ডায়াসাপোরা জনগোষ্ঠীদের সাথে তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময়কে উৎসাহিত করবে। এর মাধ্যমে সামাজিক-সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের আদান-প্রদান সম্প্রসারিত হবে এবং দেশের সংশ্লিষ্ট খাতগুলোর উন্নয়ন ঘটবে।

খ) ডায়াসপোরা নীতি সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ এবং সক্ষমতা উন্নয়নের মাধ্যমে তাঁদের বিষয়সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র যেমন অভিবাসন ব্যবস্থাপনা, আইনি কাঠামো, সাংস্কৃতিক চর্চাবোধ এবং যোগাযোগ কৌশল বিষয়ক জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হবে।

৪.৪. ডায়াসপোরাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক অগ্রযাত্রাকে 'বাংলাদেশ ব্র্যান্ডিং' এ সম্পৃক্তকরণ।

ক) এই নীতি ডায়াসপোরাদের "বাংলাদেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি" (Branding Bangladesh) প্রচারে সম্পৃক্ত হতে উৎসাহিত করবে। পাশাপাশি এরই অংশ হিসেবে সামাজিক কার্যক্রম, মানবিক কার্যক্রম, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সামাজিক নেটওয়ার্কিং এর মাধ্যমে বাংলাদেশের উন্নয়নে ডায়াসপোরাদের অংশিদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সহায়ক হবে।

খ) বাংলাদেশে সরকারি অংশিদারিত্বমূলক সহায়তাপুষ্ট স্থানীয় মানবহিতৈষী কার্যক্রম ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্প সৃজনে অগ্রণী ভূমিকায় ডায়াসপোরাদের যুক্ত করার উদ্যোগ নেয়া হবে। বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের অর্ন্তভূক্ত সংস্থাগুলো বাংলাদেশি ডায়াসপোরাদের প্রেরিত সহায়তার সাথে সরকারি সহায়তাযোগে স্থানীয় পর্যায়ে

উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে। এই ধরনের উদ্যোগসমূহ ডায়াসপোরা সদস্যদের তাঁদের আদি আবাসভূমির স্থানীয় উন্নয়ন এবং স্বদেশের সাথে মেলবন্ধন সুদৃঢ় করতে ভূমিকা রাখবে।

৪.৪.১. অভিবাসী কর্মীর নিরাপদ অভিবাসনে ডায়াসপোরা নেটওয়ার্ক

অ) প্রত্যাশী অভিবাসী কর্মীদের সক্ষমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে ডায়াসপোরাদের তাঁদের আগ্রহের এলাকায় ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্তকরণে উৎসাহিত করা হবে। অভিবাসী দেশের প্রাতিষ্ঠানিক নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত বাংলাদেশি ডায়াসপোরা সদস্য এবং বাংলাদেশি ডায়াসপোরাদের সহায়তায় যোগ্যতাসম্পন্ন বাংলাদেশি শিক্ষার্থী ও তরুণ পেশাজীবীদের অভিবাসী দেশে ইন্টার্নশীপ, প্রশিক্ষণ এবং অনুরূপ উন্নয়ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বাংলাদেশের নারী ক্ষমতায়ন শীর্ষক উদ্যোগসমূহে নারী ডায়াসপোরা নেটওয়ার্ককে যুক্ত করতে প্রয়োজনীয় সহায়তার ব্যবস্থা করা হবে।

আ) বাংলাদেশের সাথে অভিবাসী দেশের আনুষ্ঠানিক অংশীদারিত্বের মাধ্যমে শ্রমিক (দক্ষ ও আধা-দক্ষ ও শিক্ষানবিশ) এবং পেশাজীবীদের অভিবাসনের লক্ষ্যে ডায়াসপোরা নেটওয়ার্কগুলোর সাথে প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক গড়ে তোলা ও পারস্পারিক সহযোগিতা বৃদ্ধি উৎসাহিত করার উদ্যোগ নেয়া হবে।

৪.৪.২. জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় ডায়াসপোরা নেটওয়ার্ক

অ) আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক অংশীদারদের সাথে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা-সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও দক্ষতা বিনিময় বেগবান করতে আগ্রহী ডায়াসপোরা উৎসাহিত করা হবে।

৪.৫. ডায়াসপোরাদের মেধা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞাতার মূল্যায়ন ও বিনিময়

দক্ষতা বিনিময় এবং দক্ষতা সনদের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি নিশ্চিতকল্পে স্মার্ট ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক। ডায়োসপোরাদের মেধা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী নেটওয়ার্কিং গড়ে তোলা হবে।

৪.৫.১. দক্ষতা সনদের বৈশ্বিক স্বীকৃতির ব্যবস্থা

বাংলাদেশের সাধারণ শিক্ষা এবং কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের সনদের সাথে অভিবাসী দেশের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সনদের পারস্পরিক স্বীকৃতি-চুক্তি সম্পন্ন করার মাধ্যমে বাংলাদেশের শিক্ষা ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানের সনদের বৈশ্বিক স্বীকৃতি ও গ্রহণযোগ্যতা অভিবাসী দেশে নিশ্চিত করতে ডায়াসপোরা পেশাজীবিদের নেটওয়ার্কের সহায়তা গ্রহণ করা হবে।

৪.৬. ডায়াসপোরাদের অর্থনৈতিক সক্ষমতার এবং বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা

ক) ডায়াসপোরাদের বিনিয়োগ উৎসাহিত করার লক্ষ্যে নিবিড় গবেষণা পরিচালিত করা হবে। অন্যান্য সময়োপযোগী গবেষণার সাথে যে বিষয়গুলো প্রাধান্য পাবে এবং সংশ্লিষ্ট যে বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিয়ে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে তা হল: (ক) ডায়াসপোরা ব্যবসায়ী সংগঠন, ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা ও বিনিয়োগকারীদের তালিকাকরণ এবং তাঁদেরকে দেশের অর্থনৈতিক উদ্যোগের সাথে সম্পৃক্তকরণ; এবং (খ) সুনির্দিষ্ট পণ্য ও সেবার বাণিজ্য সম্ভাবনা এবং অভিবাসী কর্মী প্রেরণের সুযোগ বিশ্লেষণ এবং ওই ক্ষেত্রে ডায়াসপোরা ব্যবসায়ী সংগঠন, ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তার ভুমিকাসমূহ চিহ্নিতকরণ।

খ) ডায়াসপোরা বিনিয়োগকারীরা ও উদ্যোক্তাদের সম্পৃক্ত করতে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে আন্তঃদেশীয় ব্যবসা ও বিনিয়োগ বিষয়ক সম্মেলনের আয়োজন করা হবে। এধরনের সম্মেলনে বাংলাদেশ সরকার দেশের এবং ডায়াসপোরা নারী উদ্যোক্তা ও বিনিয়োগকারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে। এর ফলে বাংলাদেশি নারী উদ্যোক্তারা বৈশ্বিক ব্যবসায়িক নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত হতে পারবেন, যা বাংলাদেশি নারী উদ্যোক্তাদের জন্য আরো ব্যবসায়িক সুযোগ সৃষ্টি করবে।

গ) বাংলাদেশের উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ এবং রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশি ডায়াসপোরা অধ্যুষিত অভিবাসী দেশসমূহে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনদের সম্পৃক্ত করে অংশীদারিত্বমূলক গবেষণানির্ভর-উদ্ভাবনী প্রচারাভিযান পরিচালনা করা হবে।

ঘ) বাংলাদেশী ডায়াসপোরারা বাংলাদেশে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে ব্যবসা, বাণিজ্য এবং বিনিয়োগের সাথে সম্পর্কিত সরকারি সংস্থাসমূহ, বেসরকারি খাত এবং ডায়াসপোরা ব্যবসায়িক সংগঠনগুলোর ত্রিপাক্ষিক আন্তঃদেশীয় নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কৌশলগত অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা হবে।

ঙ) বাংলাদেশের অর্থ ও পুঁজি বাজারে ডায়াসপোরাদের আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাই ও মূল্যায়নের ভিত্তিতে বর্তমান ও সম্ভাব্য ডায়াসপোরা বিনিয়োগকারীদের জন্য আর্থিক পণ্য ও স্কীম চালু করার মাধ্যমে বিনিয়োগে উৎসাহিত করা হবে এবং একই সাথে বর্তমানে চলমান সংশ্লিষ্ট উদ্যোগসমূহের আরো প্রচার ও প্রসারে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

চ) বিদ্যমান ও সম্ভাব্য ডায়াসপোরা বিনিয়োগকারীদের দেশের বেসরকারি খাতে বিনিয়োগে আকৃষ্ট করতে কার্যকর ওয়ান-স্টপ সেবা ও ব্যবসায়িক উন্নয়ন সহায়তা জোরদার করা।

ছ) অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলতে বর্তমান ও সম্ভাব্য ডায়াসপোরা বিনিয়োগকারীদের সম্পৃক্তকরণে অধিকতর সহায়তা প্রদানে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে । পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকার দেশের রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল এবং হাই-টেক পার্কে ডায়াসপোরাদের বিনিয়োগে আকৃষ্ট করতে পরিকল্পনা গ্রহণ করবে।

৫.৬.১. দেশজ পণ্য ও সেবার বাণিজ্য উৎসাহিত করা

অ) ডায়াসপোরা ভোক্তাদের দেশজ পণ্যের চাহিদা নিরূপণ এবং এই বাজারের চাহিদা মোতাবেক যোগান সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হবে।

আ) অভিবাসী দেশসমূহে বাংলাদেশের দেশজ ও ঐতিহ্যবাহী পণ্যের চাহিদা বাড়াতে ডায়াসপোরা ব্যবসায়িক সংগঠন এবং ডায়াসপোরা সংগঠনগুলোকে সম্পৃক্ত করা হবে।

ই) চাহিদা, সাপ্লাই-চেইন বিশ্লেষণ ও বাজার সম্ভাব্যতা যাচাই করে দেশজ ও লোকজ পণ্যের রপ্তানি উৎসাহিত করা হবে এবং এর মধ্য দিয়ে বর্হিবিশ্বে বাংলাদেশি পণ্যের ব্রান্ডিং করা হবে।

ঈ) অভীষ্ট অভিবাসী দেশসমূহে বাংলাদেশি পণ্যের রপ্তানির সুযোগ তৈরিতে পণ্যের আন্তর্জাতিক মান GI সূচক স্বীকৃতির ক্ষেত্রে আগ্রহী ডায়াসপোরা সুপারিশ প্রদান করে সহায়তা করবে।

৪.৬.২. ডায়াসপোরা পর্যটন উৎসাহিত করা

অ) ডায়াসপোরাদের চাহিদার ভিত্তিতে আকর্ষণীয় ভ্রমণ প্যাকেজ সাজানো এবং বিভিন্ন ধরনের ডায়াসপোরা সম্প্রদায়ের জন্য এবং নানামুখী প্রচার-প্রচারণার ব্যবস্থা করা: যেমন বয়স্কদের জন্য ভ্রমণ, নতুন প্রজন্মের জন্য রোমাঞ্চকর সফর এবং নৃ-প্রাকৃতিক-ঐতিহ্য ভ্রমণ। পাশাপাশি ডায়াসপোরা পর্যটনে স্থানীয় সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় সংগঠনগুলোকে সচেতন করা।

আ) বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশী পর্যটন শিল্পের প্রচার ও প্রসারের জন্য আগ্রহী ডায়াসপোরাদের সম্পৃক্ত করা হবে। ডায়াসপোরাসহ অভিবাসী দেশগুলোর অন্যান্য জনগোষ্ঠীর কাছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, সংস্কৃতি এবং খেলাধুলার সাথে সম্পর্কিত পর্যটন জনপ্রিয় করে তুলতে প্রচার প্রচারণার উদ্যোগ নেয়া হবে।

৪.৬.৩. বৈধ পথে রেমিট্যান্স পাঠাতে ডায়াসপোরাদের অধিকতর উৎসাহিত করা

অ) তাৎক্ষণিক ট্রান্সফারের সুবিধা এবং রেমিট্যান্স প্রেরণের আনুষ্ঠানিক মাধ্যমগুলো অধিকতর কার্যকর ও গতিশীল করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।বাংলাদেশ সরকার এই লক্ষ্যে ডিজিটাল উদ্ভাবন এবং ডায়াসপোরা জনগোষ্ঠীকে এসব ডিজিটাল মাধ্যম (digital tools) সুবিধা সম্পর্কে অবহিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

আ) ডায়াসপোরাদের রেমিট্যান্স প্রেরণ বাড়াতে আর্থিক এবং অনার্থিক প্রণোদনার ব্যবস্থা করা এবং একই সাথে বর্তমানে চলমান সংশ্লিষ্ট উদ্যোগসমূহের অধিকতর প্রচার ও প্রসারে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৫. কমিটি গঠন

এ বিষয়ে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা হবে এবং কমিটি সময় সময় ও প্রয়োজন অনুযায়ী মনিটরিং ও বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখবে। কমিটির দিক নির্দেশনার আলোকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

৬. নীতি-নির্দেশাবলীর বাস্তবায়ন

ডায়াসপোরা নীতিমালার মূল বাস্তবায়নকারী সংস্থা হবে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। এছাড়া অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা প্রাসঙ্গিগ নীতিমালা নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

৭. নীতিমালা সংশোধন/পরিমার্জন/অস্পষ্টতা দূরীকরণ

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এ নীতিমালায় প্রয়োজনীয় সংশোধন,পরিমার্জন ও অস্পষ্টতা নিরসনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

পরিশিষ্ট-০১

জাতীয় ডায়াসপোরা নীতি, ২০২৪ সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা

ক্রমিক	নীতির ক্রমিক	নীতি বাস্তবায়নে গৃহীতব্য কার্যক্রমসমূহ		বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.	৪.২.	নেটওয়ার্কিং	ক) অধিকতর গুরুত্বের সাথে জাতীয় প্রবাসী দিবস পালন	১। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ২) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
			খ) অর্থনৈতিক কূটনীতি শক্তিশালীকরণ	১) পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয় ২) বাণিজ্য মন্ত্রনালয়
			গ) পরবর্তী প্রজন্মকে এ দেশের কৃষ্টি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সাথে পরিচয়ের সুযোগ সৃষ্টি	১) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ২) পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
২.	৪.৩.	বুদ্ধিবৃত্তিক বিনিময় কর্মসূচি ও প্রশিক্ষণ	ক) অভিজ্ঞতা বিনিময় উৎসাহিতকরণ	১) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ২) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ৩) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
			খ) সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মকর্তাদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ এবং সক্ষমতা উন্নয়ন	১) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ২) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ৩) পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়
৩.	৪.৪.	ডায়াসপোরাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক অগ্রযাত্রাকে ‘বাংলাদেশ ব্র্যান্ডিং’ এ সম্পৃক্তকরণ।	ক) দেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি প্রচারে ও উৎসাহিত করা	১) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ২) পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়
			খ) স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন প্রকল্পে ডায়াসপোরা সম্পৃক্তকরণ	১) স্থানীয় সরকার বিভাগ
৪.	৪.৪.১.	অভিবাসী কর্মীর নিরাপদ অভিবাসনে ডায়াসপোরা নেটওয়ার্ক	ক) ডায়াসপোরাদের সহায়তায় এ দেশের তরুণ প্রজন্মকে উন্নয়ন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি	১) শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২) নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৩) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ৪) পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়

			খ) অভিবাসনের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক গড়ে তুলা	১) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ২) পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়
৫.	৪.৪.২.	জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় ডায়াসপোরা নেটওয়ার্ক	ক) জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা সংক্রান্ত জ্ঞান বিনিময়	১) পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
৬.	৪.৫.	ডায়াসপোরাদের মেধা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞাতার মূল্যায়ন ও বিনিময়	ক) ডায়াসপোরাদের মেধা ,দক্ষতা ও অনভিজ্ঞতার মূল্যায়ন ও বিনিময়	১) জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ২) কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ ৩) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ৪। সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়
৭.	৪.৫.১.	দক্ষতা সনদের বৈশ্বিক স্বীকৃতির ব্যবস্থা	ক) দক্ষতার সনদের বৈশ্বিক স্বীকৃতির ব্যবস্থা	১) জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ২) কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান (সকল) ৩) সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়
৮.	৪.৬	ডায়াসপোরাদের অর্থনৈতিক সক্ষমতা এবং বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা	ক) বিনিয়োগ উৎসাহিত করার লক্ষ্যে গবেষণা পরিচালনা	১) বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ২) শিল্প মন্ত্রণালয় ৩) বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ৪) বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ ৫) বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ
			খ) আন্ত:দেশীয় ব্যবস্থা ও বিনিয়োগ বিষয়ক সম্মেলনের আয়োজন	১) বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ২) শিল্প মন্ত্রণালয় ৩) বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ৪) বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ ৫) বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ ৬) বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ ৭) বাংলাদেশ ব্যাংক

			গ) উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ ও রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধি	১) শিল্প মন্ত্রণালয় ২) বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ ৩) অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ৪) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ৫) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ৬) বাংলাদেশ ব্যাংক
			ঘ) বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণ	১) বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ২) শিল্প মন্ত্রণালয় ৩) বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ৪) বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ ৫) বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ ৬) বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ ৭) এক্সপোর্ট প্রমোশন ব্যুরো
			ঙ) পুঁজিবাজারে বিনিয়োগরে লক্ষ্যে ডায়াসপোরাদের জন্য আর্থিক পণ্য ও স্কীম চালুকরণ পূর্বক প্রচার ও প্রসারের ব্যবস্থা গ্রহণ	১) বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ কমিশন ২) শিল্প মন্ত্রণালয় ৩) বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ৪) বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ ৫) বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ ৬) বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ৭) বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ ৮) এক্সপোর্ট প্রমোশন ব্যুরো
			চ) ওয়ানস্টপ সেবা ও ব্যবসায়িক উন্নয়নে সহায়তা	১) বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ২) বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
			ছ) বিনিয়োগকারী ডায়াসপোরা সম্পৃক্তকরণ	১) বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ২) বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ৩) বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ ৪) বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ ৫) বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ

৯.	৪.৬.১.	দেশজ পণ্য ও সেবার বাণিজ্য উৎসাহিত করা	ক) দেশজ পন্যের বাজার চাহিদা ও যোগান	১) বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ২) শিল্প মন্ত্রণালয় ৩) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
			খ) দেশজ ওঐতিহ্যবাহী পন্যের চাহিদা বাড়াতে ডায়াসপোরা সম্পৃক্তকরণ	১) বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ২) শিল্প মন্ত্রণালয় ৩) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
			গ) বাংলাদেশী পন্যের ব্যান্ডিং	১) বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ২) শিল্প মন্ত্রণালয় ৩) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১০.	৪.৬.২.	ডায়াসপোরা পর্যটন উৎসাহিত করা	ক) চাহিদা ভিত্তিক ভ্রমণ প্যাকেজ চালুকরণ	১) বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ২) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ৩) স্থানীয় সরকার বিভাগ
			খ) পর্যটন শিল্পের প্রচার ও প্রসারে ডায়াসপোরা	১) বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ২) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১১.	৪.৬.৩.	বৈধ পথে রেমিট্যান্স পাঠাতে ডায়াসপোরাদের অধিকতর উৎসাহিত করা	ক) রেমিট্যান্স প্রেরণ কার্যক্রম গতিশীল করার লক্ষ্যে ডায়াসপোরা জনগোষ্ঠীকে Digital tools সর্ম্পকে অবহিতকরণ	১) অর্থ মন্ত্রণালয় ২) বাংলাদেশ ব্যাংক ৩) তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগ
			খ) রেমিট্যান্স প্রেরণ বাড়ানোর লক্ষ্যে উৎসাহিতকরণ	১) অর্থ মন্ত্রণালয় ২) বাংলাদেশ ব্যাংক ৩) তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগ ৪) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ৫) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

১) এই নীতি বাস্তবায়নের স্বার্থে প্রয়োজনে পরবর্তীতে নতুন মন্ত্রণালয়/ দপ্তর/ বিভাগ/সংস্থা/অংশীজন/উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা-কে কো-অপ্ট করা যাবে।

২) এই নীতি বাস্তবায়নে স্থানীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন নিজ নিজ অধিক্ষেত্রে সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করবে।